দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 08 2002

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ পুনরুদ্ধার ও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এগিয়ে আসুন

বাসস ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের প্রতি শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ পুনরুদ্ধার এবং বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল (বৃহস্পতিবার) তাঁর কার্যালয়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং শিক্ষকদের উদ্দেশে ভাষণকালে আরো বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গত ৫ বছরের অরাজক পরিস্থিতির কারণে দেশের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেগম জিয়া বলেন, 'ছাত্ররা অসদুপায়, চাঁদাবাজি, মুক্তিপণ আদায়ের জন্য লোক অপহরণের ঘটনায় জড়িত এমন কোনো খবর আমি আর পড়তে চাই না।'

ভিসিসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করে তিনি বলেন, 'সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবো। শিক্ষা এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে আমাদের অঙ্গীকার খুবই পরিচ্ছন্ন এবং

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমি এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আপনাদের সহযোগিতা চাই।'

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে উল্লেখ করে বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বেগম জিয়া উপাচার্যদের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের আহবান জানান যাতে করে প্রতিবেশী দেশগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি বলেন, গত ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর ইউরোপ এবং আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষা চাপের মধ্যে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কেবল বিশ্ববিদ্যালয় নয়, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও আমরা শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই।' ভিসিদের প্রতি তিনি শক্ত হাতে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন দমন করার আহবান জানান, যাতে করে বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলে বিধ্বস্ত ভাবমূর্তি দ্রুত পুনরুদ্ধার করা যায়। বেগম জিয়া বলেন, 'আমরা শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করার পক্ষপাতি নই, কেননা দেশের ভবিষ্যৎ এর ওপর নির্ভরশীল'।

প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করে বলেন, "আমি আশা করি, জনগণের সহযোগিতায় আপনারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের হৃত গৌরব ও ভাবমূর্তি উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন।"

বেগম জিয়া তাদের প্রতি আন্তরিকতা, অঙ্গীকার ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহবান জানান এবং তাঁর সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতায় আশ্বাস দেন।

তিনি ভিসিদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনিয়ম, অরাজকতা এবং বিশৃংখলার খবর শুনে ব্যথিত হন।

সিনিয়র শিক্ষকরা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিরাজমান অরাজক পরিস্থিতি এবং নৈতিক অবক্ষয়জনিত কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তারা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন অনিয়ম তদন্তে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন এবং দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার আহবান জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আবদুল হালিম খান বলেন, বিগত সরকার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়াই আইপিএসএকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করে।

তারা প্রধানমন্ত্রীকে জানান যে, গত পাঁচ বছরে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা যাচাই ছাড়াই নিয়োগ করা হয়েছে। তারা বলেন, রাজনৈতিক বিবেচনায় অধিকাংশ নিয়োগ প্রদান করায় আর্থিক সমস্যা ও শিক্ষাঙ্গনে মারাত্মক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যেসব ভিসি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তারা হচ্ছেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ফয়সাল ইসলাম ফারুকী, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, বুয়েটের ভিসি অধ্যাপক নূরুদ্দিন আহমেদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এজেএস নূর উদ্দিন চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক জসীম উদ্দিন আহমেদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক এ আজিজ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এম এ কাদের ভূঁইয়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এ মোমেন চৌধুরী, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক ডঃ আর আই শরীফ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এ হালিম খান।